কে, জি, প্রোডাকসন্সের

কিনু গোয়ালার গলি

পরিচালনা

ও, সি, গাঙ্গুলী

সঙ্গীত

সলিল চৌধুরী

কে, জি, প্রোডাকসন্স-এর

কিনু গোয়ালার গলি

প্রযোজনা : **কমল ঘোষ**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **ও, সি, গাঙ্গুলী**

গীত-রচনা ও সংগীত পরিচালনা : **সলিল চৌধুরী**

কাহিনী ও সংলাপ : সন্তোষ কুমার ঘোষ ॥ চিত্রগ্রহণ : বিমল মুখোপাধ্যায়, বিভূতি চক্রবর্তী ॥ প্রধান সম্পাদক : অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় ॥ শিল্প-নির্দ্দেশ : রবি চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রচার-পরিচালনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র ॥ সম্পাদনা : হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ॥ শব্দগ্রহণ : (অন্তর্দৃশ্যে) নৃপেন পাল, সুনীল ঘোষ, সৌমেন চ্যাটার্জী ॥ বহির্দৃশ্যে : মৃণাল গুহঠাকুরতা, অনিল তালুকদার, ইন্দু অধিকারী ॥ সংগীত-গ্রহণ ও শব্দপুনঃযোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ কর্মসচিব : সমীর গুপ্ত ॥ ব্যবস্থাপনা : পরিতোষ রায়, সুবোধ মুখোপাধ্যায় ॥ রূপসজ্জা : মদন পাঠক ॥ সাজসজ্জা : যতীন কুণ্ডু ॥ যন্ত্রসংগীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা ॥ রসায়নাগারাধ্যক্ষ : অবনী রায়, মোহন চ্যাটার্জী, তারাপদ চৌধুরী ॥ স্থিরচিত্র : এড্না লরেঞ্জ।

রাধা ফিল্মস্, নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও নং ১ এবং টেক্‌নিসিয়ান্স স্টুডিওতে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শঙ্কর ভট্টাচার্য্য ॥ নবশক্তি প্রেস ॥ পি, এন, সিংহ, ॥ অভিক ঘোষ ॥ সুভাষ সেন সুনীল কুমার চ্যাটার্জী ॥ রতন ব্যানার্জী ॥ খোকন দত্ত ॥ প্রশান্ত চ্যাটার্জী ॥ রণজিৎ চন্দ্র ॥ রবীন কুণ্ডু ॥ শ্যামল ভট্টাচার্য্য ॥ জীবন কৃষ্ণ দাস লুটবিহারী দাস ॥ সন্তোষ দত্ত ॥ তরুণ রায় (থিয়েটার সেণ্টার)

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় : মৃণাল দাশগুপ্ত, শশাঙ্ক সোম ॥ শিল্পনির্দ্দেশে : সুরেশ চন্দ্র ॥ চিত্রগ্রহণে : দীপক দাস, অমূল্য দত্ত, বীরেন ভট্টাচার্য্য ॥ রূপসজ্জায় : শম্ভুদাস, তারাপদ ॥ শব্দগ্রহণে : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, ভোলা সরকার, অনিল নন্দন, এডেল, বড়বাবু ॥ ব্যবস্থাপনায় : পতিতপাবন মণ্ডল ॥ প্রচারে : পিণ্টু দত্ত ॥ সম্পাদনায় : অসম মুখোপাধ্যায় ॥ আলোক-সম্পাতে : নারায়ণ, জগা, নব, প্রভাস, হট ॥

একমাত্র পরিবেশক :

মেগা পিকচার্স

কাহিনী

কিনু গোয়ালার গলি !

একান্ত অবহেলা আর উপেক্ষা নিয়ে পড়ে আছে কলকাতা মহানগরীর বুকের এক পাশে। কোন কালে মোটর ঢোকে না এ গলিতে, পাশাপাশি মানুষ চলে কষ্টে-সৃষ্টে—এমনই সরু।

গলির একনম্বর বাড়ির মাথায় ঝোলে একটি সাইন বোর্ড—'প্যারিস জুয়েলারী ওয়ার্কস্'।

ভিতরে একটি বৃদ্ধ আপন মনে কাজ করে হাতুড়ী ঠুকে। কাজ করে আর নাকের ডগায় নামনো চশমার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করে গলির মানুষদের গতিবিধি। পরিচিত-অপরিচিত মানুষকে ডেকে আলাপ জমানো প্রসন্ন পোদ্দারের একটা নেশা। এ গলির সব বাড়ির সব খবর রাখে প্রসন্ন পোদ্দার।

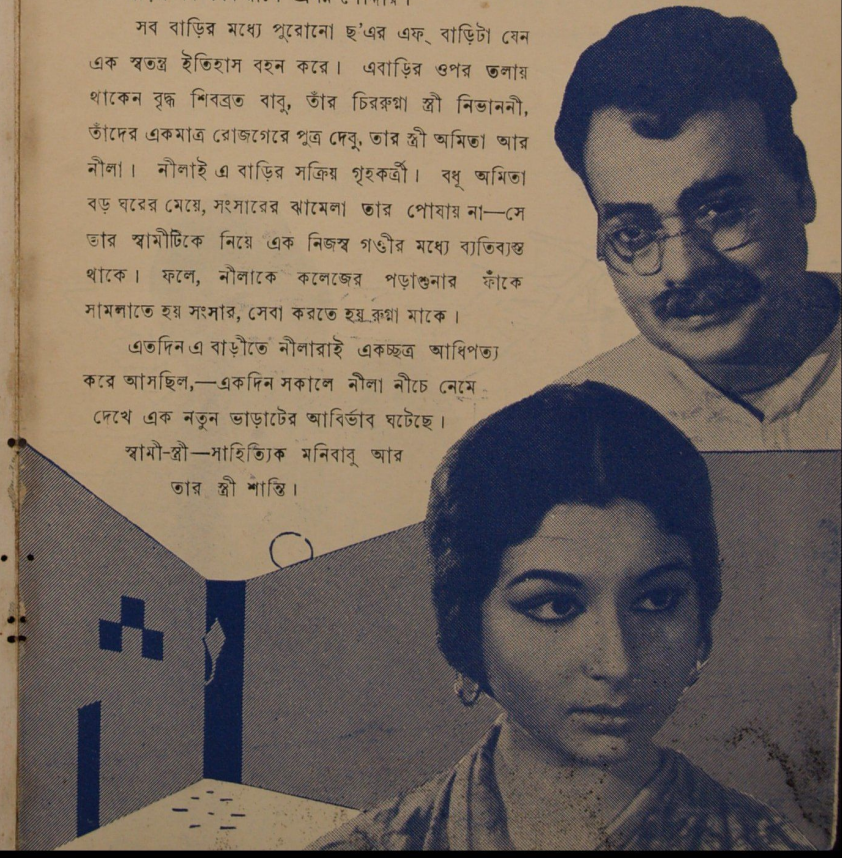

সব বাড়ির মধ্যে পুরোনো ছ'এর এফ্ বাড়িটা যেন এক স্বতন্ত্র ইতিহাস বহন করে। এবাড়ির ওপর তলায় থাকেন বৃদ্ধ শিবব্রত বাবু, তাঁর চিররুগ্না স্ত্রী নিভাননী, তাঁদের একমাত্র রোজগেরে পুত্র দেবু, তার স্ত্রী অমিতা আর নীলা। নীলাই এ বাড়ির সক্রিয় গৃহকর্ত্রী। বধূ অমিতা বড় ঘরের মেয়ে, সংসারের ঝামেলা তার পোষায় না—সে তার স্বামীটিকে নিয়ে এক নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে ব্যতিব্যস্ত থাকে। ফলে, নীলাকে কলেজের পড়াশুনার ফাঁকে সামলাতে হয় সংসার, সেবা করতে হয় রুগ্না মাকে।

এতদিন এ বাড়ীতে নীলারাই একচ্ছত্র আধিপত্য করে আসছিল,—একদিন সকালে নীলা নীচে নেমে দেখে এক নতুন ভাড়াটের আবির্ভাব ঘটেছে।

স্বামী-স্ত্রী—সাহিত্যিক মনিবাবু আর তার স্ত্রী শান্তি।

মিশুকে মেয়ে শান্তি, অল্পক্ষণেই নীলার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলে, দানা বাঁধে ঘনিষ্ঠতাও।

শান্তিরা যেন নীলার কাছে এক বিপুল বিস্ময়। শান্তিকে কোনদিন রান্না করতে দেখা যায় না, ওদের খাবার নাকি দোকান থেকে আসে প্রতিদিন। অসময়ে স্বামীর তাসের আড্ডার বন্ধুদের জন্য চায়ের জল গরম করতে আসে শান্তি, আসে বাসন-পত্র নিতে নীলারই কাছে।

আর একটি মানুষ আসে এ বাড়ীতে—অমিতার অভিভাবক ও বড়লোক কাকা বিপত্নীক অবিনাশ। আসে নীলার আকর্ষণে। নিজের উন্নতি ও স্বাচ্ছল্যের জন্যে দেবু ও অমিতা চেষ্টা করে অবিনাশের সঙ্গে নীলার বিয়ে দিতে। নীলা কিন্তু অবিনাশকে গ্রাহ্য করে না।

প্রসন্ন পোদ্দারের কাছে এসব খবর অজানা নয়। সে প্রায় নিয়মিতই আসে এ বাড়িতে শিবব্রতবাবুর সঙ্গে দাবা খেলতে। তার শ্যেন দৃষ্টিতে ধরা পড়ে কবি ইন্দ্রজিৎ আর শান্তির তাসের জুয়া খেলা।

কবি ইন্দ্রজিৎও একদিন এবাড়ির স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে বাসা বাঁধে। এতদিন ছিল বেকার, একটা চাকরী পেয়েই চলে এসেছে।

ইন্দ্রজিতের সঙ্গে নীলার আলাপ করিয়ে দেয় শান্তি। নীলা আর ইন্দ্রজিৎ ক্রমশঃ একাত্ম হয়ে যেতে থাকে। সহসাই একদিন নীলার চোখে ধরা পড়ে যায় শান্তি আর ইন্দ্রজিতের জুয়া খেলা। বিস্মিত নীলাকে সেদিন অকপটে শান্তি জীবনের সমস্ত বেদনার ইতিহাস খুলে বলে। বলে, কেন সে বেছে নিয়েছে এই পথ—তার অক্ষম, নিস্পৃহ স্বামীর ওপর প্রতিশোধ নিতে।

মনিবাবুর নাটক মনোনীত করে কোন এক থিয়েটার কোম্পানী। মণিবাবু তাঁর অভিসন্ধি না জানিয়েই শান্তিকে নিয়ে আসেন রিহার্সাল দেখাতে।

নায়িকা কল্পনার চরিত্রটি দেখে স্থির থাকতে পারে না শান্তি, বাড়িতে পালিয়ে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ে। বলতে থাকে, আমি হেরে গেলুম, আমি হেরে গেলুম।

মণিবাবু ফিরে আসতে তাকে প্রশ্ন করে শান্তি, কল্পনার জুয়া খেলার কথা লিখে বাহবা কুড়োলে, কিন্তু তার প্রতিদিনের পূজো, তার ব্রত! তার প্রণাম—তার ভালবাসা! এর সবই কি মিথ্যে?

মণিবাবু উত্তর দেবার জন্যে তাকান স্ত্রীর দিকে। উত্তর খোঁজেন। উত্তর কি তিনি দিতে পারবেন?

পারবে কি উত্তর দিতে কবি ইন্দ্রজিৎ কিম্বা নীলা?

কিন্তু গোয়ালার গলির এক নম্বর বাড়ির প্রসন্ন পোদ্দারের নখদর্পণে শেষ পর্যন্ত কোন্ দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে?.....

গান

(১

দখিণা বাতাসে মন কেন কাঁদে
জানিনা জানিনা জানিনা আমারে
ফাগুণ কেন বাঁধবে বাঁধে।
অন্তরটি না কেন জানিনা
সুর ঝংকারে আমায় হারায়ে যেতে সাধে
দিনরজনী হায় সজনী।
কেন সে মোরে ফেলে গেছে এই ফাঁদে॥

(২)

শ্রাবণ অঝোর ঝরে
ব্যাকুল বাতাস কেঁদে মরে
রেখোনা আর দূরে দূরে
আপন করে নাও।
কিছু কিছু স্বপ্ন আমায়
পাখীর মত পাখনা মেলে
হ'ল উধাও
তোমার প্রেমের নীড়ের মাঝে
তারে ডেকে নাও।
আমি এখন স্তব্ধ প্রাণের
বঞ্চনাতে
নিজের কাছে হলাম যে পর
তোমার পরশ দিয়ে পাষাণ
অহল্যা জাগাও॥

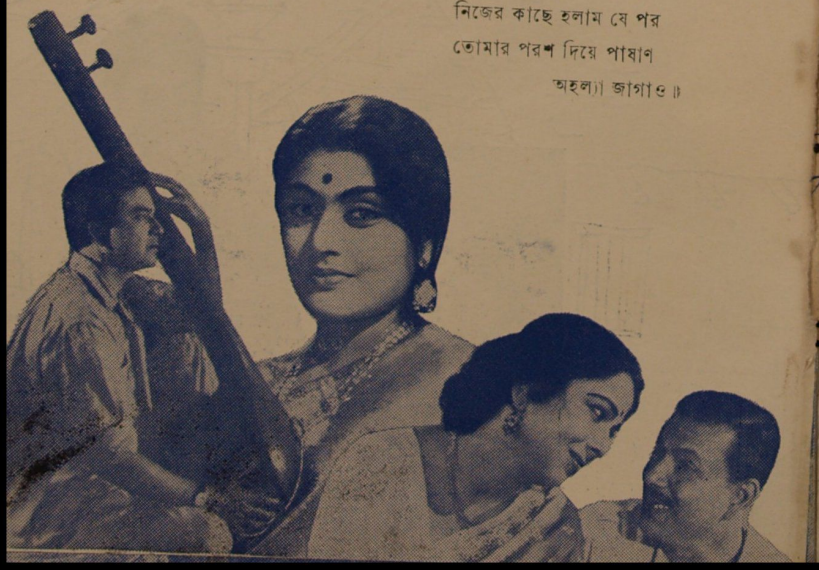

ভূমিকায়

সুমিত্রা দেবী ॥ শর্মিলা ঠাকুর ॥ সৌমিত্র চ্যাটার্জী
কা লী ব্যা না র্জী ॥ পা হা ড়ী সা ন্যা ল
জহর রায় ॥ জীবেন বসু ॥ গীতা দে

প্রশান্ত কুমার ॥ রুমা গুহঠাকুরতা (অতিথি)
রবীন মজুমদার ॥ সঞ্চিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
লীলাবতী ॥ মাধুরী চক্রবর্তী ॥ ননী মজুমদার
শশাঙ্ক সোম ॥ রতন সেন ॥ অজিত মিত্র
বাবলী সরকার ॥ শম্ভু সরকার
কুন্তল দেব ॥ ননী ॥ সতু
বাবলু ॥ অচিন্ত্য
পরিতোষ রায়
এবং আরো
অনেকে।

নেপথ্য কণ্ঠে
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ সবিতা চৌধুরী (বন্দ্যোপাধ্যায়)

সুচিত্রা সেন

অভিনীত

কে·জি প্রোডাকসন্সের

রজনীগন্ধা

প্রযোজনা

কমল ঘোষ

প্রস্তুতির পথে

মেগা পিকচার্স-এর পক্ষে রঞ্জিৎকুমার মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

অনুশীলন প্রেস, কলিকাতা-১৩ কর্তৃক মুদ্রিত